

## ২১ জুলাই, ২০০৪ তারিখে অনুষ্ঠিত যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের ৮৩তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণী।

২১ জুলাই, ২০০৪ তারিখে মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রী ব্যারিস্টার নাজমুল হুদার সভাপতিত্বে যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের সম্মেলন কক্ষে কর্তৃপক্ষের ৮৩তম বোর্ড সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত সদস্য ও কর্মকর্তাবৃন্দের নামের তালিকা পরিশীলন-ক তে বর্ণিত আছে।

বোর্ড সভায় উপস্থিত সকল সদস্য ও কর্মকর্তাদের স্বাগত জানিয়ে বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান তাঁর দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্যের মাধ্যমে সভার কাজ শুরু করেন। অতঃপর মাননীয় চেয়ারম্যানের সদয় সম্মতিক্রমে যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক কর্তৃক সভার এজেন্ডা মোতাবেক যাবতীয় বিষয়াদি সভায় উপস্থাপন করা হয়। গত ২৫.৩.২০০৪ তারিখে 'বসেক' এর ৮২তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণীর উপর বোর্ডের কোন সদস্যের মন্তব্য/আপত্তি না থাকায় তা সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত/নিশ্চিতকরণ করা হয়। অতঃপর তিনি অন্যান্য আলোচ্যসূচী উপস্থাপন করেন।

আলোচ্যসূচী-২ : Morphological Study for erosion prediction and mitigative measures at the vicinity of the Jamuna Bridge in the Jamuna River and structural measures against possible unification of the Jamuna-Bangali River শীর্ষক শিরোনাম সমীক্ষা প্রকল্পের জন্য পরামর্শক নিয়োগ প্রসঙ্গে।

### আলোচনা :

Morphological Study for erosion prediction and mitigative measures at the vicinity of the Jamuna Bridge in the Jamuna River and structural measures against possible unification of the Jamuna-Bangali River শীর্ষক শিরোনাম সমীক্ষা প্রকল্পে পরামর্শক নিয়োগের বিষয়ে নির্বাহী পরিচালক উদ্দেশ্য করেন যে, যমুনা সেতুর নদীশাসন অবকাঠামো সার্বক্ষণিক পরিবীক্ষণ ও তদানুযায়ী রক্ষণাবেক্ষণ কাজের পরিকল্পনা গ্রহণের লক্ষ্যে সেতু এলাকায় নদীতীর ও নদীর তলদেশের মরফোলজিক্যাল পূর্বাভাস জানার জন্য গানিতিক মডেল সমীক্ষা এবং যমুনা ও বাঙালী নদী একীভূত হওয়া রোধকল্পে তথ্য সংগ্রহের জন্য Physical Model সমীক্ষা সংক্রান্ত পিসি-২ গত ৫/৭/২০০৩ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কাল ছিল এপ্রিল ২০০৩ হতে মে' ২০০৫ পর্যন্ত এবং মোট অনুমোদিত ব্যয় ১৩৩.৩৬ লক্ষ টাকা। প্রাকলিত ব্যয়ের মধ্যে Mathematical Model সমীক্ষা কাজের ব্যয় ৯২.৯৬ লক্ষ টাকা এবং Physical Model সমীক্ষা কাজের ব্যয় ৪০.৪০ লক্ষ টাকা। গানিতিক মডেল সমীক্ষা Institute of Water Modelling (IWM) এবং Physical Model সমীক্ষা River Research Institute (RRI) দ্বারা পরিচালনা করা হবে।

সভায় বিস্তারিত আলোচনাকালে উদ্দেশ্য করা হয় যে, বর্ষা মৌসুমে প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পূর্বাভাস প্রণয়ন এবং বাঙালী-যমুনা একীভূত হওয়া রোধকল্পে প্রযোজনীয় structural measures কাজের নকশা প্রণয়নে পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো)-কে যথাসময়ে প্রযোজনীয় তথ্য সরবরাহের লক্ষ্যে বর্ষা মৌসুমের পূর্বেই সমীক্ষার কাজ শুরু করার জন্য গত ১৯/৪/২০০৩ তারিখে IWM এবং RRI কে Provisional Letter of Intent (LOI) ইস্যু করা হলে IWM সমীক্ষার কাজ শুরু করে এবং Bathymetric Survey, fieldtrip, bathymetric survey report, forecast report for monsoon 2003, Inception Report for 2nd year survey report, 1-dimensional modelling ইত্যাদি কাজ বাবদ ৩৪.৮৩ (চোত্রিশ লক্ষ ত্রিশ হাজার) টাকার বিল দাখিল করে। এ ছাড়া আরো তথ্য পাওয়া যায় যে, পরিকল্পনা কমিশন গত ৩০/১০/২০০৩ তারিখের পত্রে IWM-কে Sole Source হিসাবে নিয়োগের বিষয়ে প্রচলিত বিধি/গাইড লাইন মোতাবেক প্রযোজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করে। এ বিষয়ে যোগাযোগ মন্ত্রণালয় গত ১/১২/২০০৩ তারিখের পত্রে "The Public Procurement Regulations-2003" এর Chapter-4 এর Regulations -18(1) এবং Regulations -38 প্রযোজ্য হলে IWM-কে Sole Source হিসাবে নিয়োগের বিষয়ে মত দেয়। পরবর্তীতে ৩১/১২/২০০৩ তারিখে যোগাযোগ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত TOR এর আলোকে IWM ও RRI হতে প্রাপ্ত আর্থিক ও কারিগরী প্রস্তব যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হলে মন্ত্রণালয় তা বোর্ড সভায় উপস্থাপনের পরামর্শ দেয়।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় বিভিন্ন সময়ে পত্র মারফত IWM-কে এ ধরণের সমীক্ষা কাজের জন্য বাংলাদেশে একমাত্র যোগ্য ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান বলে প্রত্যয়ন করে Sole Source হিসাবে নিয়োগের জন্য অনুরোধ পত্র দিয়েছে। অপরপক্ষে RRI একটি সরকারী প্রতিষ্ঠান। বর্ণিত সমীক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরে IWM ও RRI কে Sole Source হিসাবে নিয়োগ এবং ইতিপূর্বে IWM কর্তৃক পরিচালিত মরফোলজিক্যাল সমীক্ষা কাজ বাদ মোট ৩৪,৮৩ লক্ষ টাকা ভূতাপেক্ষ অনুমোদনের জন্য বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করা হলে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/সংস্থার প্রতিনিধিগণ প্রস্তাবের পক্ষে একমত পোষণ করেন।

এ বিষয়ে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

#### সিদ্ধান্ত :

মরফোলজিক্যাল মডেলিং সমীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত গাণিতিক মডেল (Mathematical Model) কাজে Institute of Water Modelling (IWM)-কে Sole Source হিসাবে নিয়োগ এবং ইতিপূর্বে উক্ত সংস্থা দ্বারা পরিচালিত জরিপ কাজ বাদ প্রায় ৩৪,৮৩,০০০.০০ (চৌম্বিশ লক্ষ তিরাশি হাজার) টাকার ভূতাপেক্ষ অনুমোদনসহ মোট ৯২,৯৬,০০০.০০ (বিরানরই লক্ষ ছিয়ানরই হাজার) টাকা এবং Physical Model সমীক্ষা কাজের জন্য River Research Institute (RRI)-কে ৪০,০৯,৫০০.০০ (চালিশ লক্ষ নয় হাজার পাঁচশত) টাকায় নিয়োগের বিষয়টি বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

আলোচ্যসূচী-৩ : যমুনা সেতু এলাকায় উভয় পার্শ্বের গোলচত্বর হতে থানা ভবন পর্যন্ত Street Light স্থাপন প্রসঙ্গে।

#### আলোচনা :

যমুনা সেতু এলাকায় উভয় পার্শ্বের গোলচত্বর হতে থানা ভবন পর্যন্ত Street Light স্থাপন সংক্রান্ত বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করে নির্বাহী পরিচালক উল্লেখ করেন যে, যোগাযোগ সচিবের পরিদর্শন নোটের ভিত্তিতে যমুনা সেতুর পূর্ব ও পশ্চিম সংযোগ সড়কের থানা ভবন হতে গোলচত্বর পর্যন্ত রাস্তার উভয় পার্শ্বে মোট ৪৩টি Street Light স্থাপনের জন্য মোট ব্যয় প্রায় ৪৪,৭৪,২৮/- (চুয়ালিশ লক্ষ চুয়াত্তর হাজার দুইশত একাশি) টাকা। Street light স্থাপনের পর সেগুলো বর্তমান ওএন্ডএম অপারেটরের মাধ্যমে রক্ষণাবেক্ষণে ব্যয় হবে প্রতিমাসে প্রায় ২৫,০০০/- টাকা। তবে কাজটি বর্তমান ওএন্ডএম অপারেটরের চুক্তি বহির্ভুল হওয়ায় তাদেরকে উক্ত কাজের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দিতে হলে সরকারী ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির অনুমোদন নিতে হবে। এ ক্ষেত্রে বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে Street Light স্থাপন এবং পরবর্তীতে ৫ বছর সেগুলো রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একই ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে দায়িত্ব দেয়ার বিষয়টি বিবেচনায় এনে ২০০৪-২০০৫ অর্থ বছরের রাজস্ব বাজেটে পূর্ব ও পশ্চিম সংযোগ সড়ক মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সংস্থানকৃত মোট ৮০০.০০ লক্ষ টাকা হতে উক্ত ব্যয় নির্বাহ করা যেতে পারে। তবে সেতু এলাকায় বর্তমান ওএন্ডএম অপারেটরের কার্যপরিধি বহির্ভুল অন্যান্য কাজের জন্য ভিন্ন ঠিকাদার নিয়োগ করা হলে সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে বলে সভায় সদস্যগণ মত ব্যক্ত করেন। বর্তমান ওএন্ডএম অপারেটর দ্বারা আলোচ্য কাজটি করানোর বিষয়ে সভাপতি পরামর্শ দেন।

সভাপতির এক প্রশ্নের জবাবে যবসেক এর অতিরিক্ত পরিচালক(কারিগরী) জানান যে, ৭তেম বোর্ড সভায় সেতুর দু'পার্শ্বের সংযোগ সড়কের রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম কর্তৃপক্ষের নিজস্ব জনবল দ্বারা পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে দু'পার্শ্বের সংযোগ সড়কের রক্ষণাবেক্ষণ কাজ বর্তমান ওএন্ডএম অপারেটরের কার্যপরিধিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

এ বিষয়ে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

#### সিদ্ধান্ত :

- (ক) উন্নুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে Street light স্থাপনের জন্য ঠিকাদার নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।
- (খ) Street light রক্ষণাবেক্ষণের জন্য PPR-এর রেগুলেশন 18(1)(d) অনুসারে ২য় O&M অপারেটরকে নিয়োগ করার বিষয়ে পরীক্ষাক্রমে যবসেক পরবর্তী বোর্ড সভায় কার্যপত্র পেশ করবে।

আলোচ্যসূচী-৪ : যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ২০০৪-২০০৫ অর্থ বছরের আওতায় সামাজিক বনায়ন কর্মসূচীর জন্য ২৫,০০০,০০/- (পাঁচিশ লক্ষ) টাকা অনুমোদন প্রসঙ্গে।

আলোচনা :

নির্বাহী পরিচালক ২০০৪-২০০৫ অর্থ বছরে অত্র কর্তৃপক্ষের আওতায় সামাজিক বনায়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য রাজস্ব বাজেটে সংস্থানকৃত ২৫.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ের বিষয়টি সভায় উৎপাদন করেন। উল্লেখ্য যে, যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের ৪৯তম বোর্ড সভায় কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের আর্থিক এবং প্রশাসনিক ক্ষমতা অপর্ণের বিষয়টি অনুমোদিত হয়। তবে উক্ত বোর্ড সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে ২৯টি কাজের জন্য আর্থিক ক্ষমতা অপর্ণ করা হলেও বনায়ন/বৃক্ষরোপন সংক্রান্ত কাজের উল্লেখ নেই। সেহেতু এ কাজে অর্থ ব্যয়ের জন্য বোর্ডের অনুমোদন প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে যোগাযোগ সচিব মতামত জ্ঞাপন করেন যে, যমুনা সেতুর পশ্চিম সংযোগ সড়কের উভয় পার্শ্বে সামাজিক বনায়ন কর্মসূচীর মাধ্যমে গাছ লাগানো হলে সেতু এলাকা আরোও আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে। এ বিষয়ে বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান পরামর্শ দেন যে, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরে সামাজিক বনায়ন/বৃক্ষরোপনের জন্য আরবরিকালচার শাখার সহযোগীতা নিয়ে একটি সুষ্ঠু কর্মসূচী প্রণয়ন করে কাজটি বাস্তবায়ন করা সমীচীন হবে। তাঁর মতামতের সঙ্গে বোর্ডের সকল সদস্যই অভিন্ন মতামত পোষণ করেন।

সভায় এ বিষয়ে নিয়ন্ত্রণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

সিদ্ধান্ত :

- (ক) সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের 'আরবরিকালচার' শাখার সহযোগীতা নিয়ে সামগ্রিকভাবে একটি কর্মসূচী প্রণয়ন করতঃ তদানুযায়ী সেতুর পশ্চিম পাড়ের সংযোগ সড়কের উভয় পার্শ্বে সামাজিক বনায়ন/বৃক্ষরোপন বাস্তবায়ন করার জন্য যবসেক কর্তৃক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- (খ) যমুনা সেতু এলাকায় ২০০৪-২০০৫ অর্থ বছরে সামাজিক বনায়ন/বৃক্ষরোপন কাজে যবসেক এর নির্বাহী পরিচালককে বরাদ্দকৃত ২৫.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ের ক্ষমতা অপর্ণের বিষয়টি অনুমোদিত হয়।

আলোচ্যসূচী-৫ : Toll monitoring ও Traffic Survey কাজে নিয়োজিত যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অতিরিক্ত সময় কাজের জন্য সম্মানী ভাতা মঙ্গলী প্রসঙ্গে।

আলোচনা :

যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সম্মানী ভাতা প্রদানের বিষয়টি উপস্থাপন করে নির্বাহী পরিচালক সভায় জানান যে, যমুনা সেতুর Toll collection কার্যক্রম নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অনুধাবন করে সরকারের বিপুল আয়ের ধারাবাহিকতা রক্ষা ও নিশ্চয়তা বিধান করার লক্ষ্যে নতুন ওএন্ডএম অপারেটর দায়িত্ব গ্রহণের পর ০৩.০৪.২০০৪ তারিখ হতে Toll collection monitoring ও Traffic survey করার জন্য যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা ও কর্মচারী সমন্বয়ে প্রতি টিমে ৩ জন করে ১২টি টীম গঠন করা হয়। ১২টি টীমকে ২ গ্রামে ভাগ করে এক সপ্তাহ অন্তর প্রতি গ্রামকে ২ সপ্তাহ দায়িত্ব দেয়া হয় এবং ৪ জন উর্ধ্বর্তন কর্মকর্তা টীমের সদস্যগণের কাজ তদারকী করেন। কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ Toll collection নিরবচ্ছিন্নভাবে monitoring করার জন্য দিন রাত ২৪ (চরিষ) ঘন্টা সেতুর টোল বুথের বাইরে অবস্থান করে কাজ করেছেন। সেতু পারাপারকারী প্রতিটি যানবাহনের শ্রেণীওয়ারী রেজিস্ট্রেশন নম্বর রেকর্ড করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে যবসেক এর কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ স্বাভাবিক নিয়মে ৩৯ ঘন্টা কাজ করার বিধান থাকলেও তারা প্রতি সপ্তাহে ৫৬ (ছাপ্পান) ঘন্টা করে দায়িত্ব পালন করেছেন। এই অতিরিক্ত ও অস্বাভাবিক কাজের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে কোন আর্থিক সুবিধাদি দেয়া হয়নি। স্বাভাবিক নিয়মে তারা যাতায়াত ও দৈনিক ভাতা পেয়েছেন। নির্বাহী পরিচালক Toll Monitoring ও Traffic survey কাজে সেতু এলাকায় অবস্থানকালীন সময়ের জন্য কর্মকর্তাদের দৈনিক ৩০০.০০ (তিনশত) টাকা এবং কর্মচারীদের ২৫০.০০ (দুইশত পঞ্চাশ) টাকা হারে সম্মানী ভাতা প্রদানের প্রস্তাব করেন। উক্ত প্রস্তাব অনুযায়ী ০৩.০৪.২০০৪ তারিখ থেকে এক মাসব্যাপ্তি এ কাজের দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য ১,৪৯,৮০০/- টাকা এবং চলতি বছরে প্রতিমাসে এক সপ্তাহ (আট দিন) করে অনুরূপ দায়িত্ব পালন করতে সম্মানী বাবদ ১২ সপ্তাহের জন্য ৬,৫৭,৬০০/- টাকার প্রয়োজন হবে।

যোগাযোগ সচিব ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণ বর্ণিত কাজের জন্য যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সম্মানী ভাতা প্রদানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত পোষণ করেন।

এ বিষয়ে সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

#### সিদ্ধান্ত :

যমুনা সেতু এলাকায় Toll monitoring ও Traffic survey কাজের জন্য যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সম্মানী ভাতা আপাততঃ প্রদানের প্রয়োজন নেই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আলোচ্যসূচী-৬ : যমুনা বহুমুখী সেতু পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও ট্রোল সংগ্রহের ২য় ওএন্ডএম অপারেটর নিয়োগের নিমিত্তে টেন্ডার ডকুমেন্ট তৈরী ও মূল্যায়ন কাজের পরামর্শ ফি বাবদ Bureau of Research Testing and Consultation (BRTC), BUET কর্তৃক দাখিলকৃত ১.৬০ লক্ষ টাকার বিল পরিশোধ প্রসঙ্গে।

#### আলোচনা :

উল্লেখিত বিষয়ে নির্বাহী পরিচালক সভায় জানান যে, গত ৪ সেপ্টেম্বর, ২০০৪ তারিখে অনুষ্ঠিত যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের ৭৬তম বোর্ড সভায় যমুনা সেতু পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে ২য় ওএন্ডএম অপারেটর নিয়োগের নিমিত্তে টেন্ডার ডকুমেন্ট তৈরী ও মূল্যায়ন কাজের জন্য বুয়েট থেকে সাময়িকভাবে উপদেষ্টা নিয়োগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বোর্ড সভার সিদ্ধান্তের অনুসরণে উক্ত কাজের জন্য প্রস্তাব চাওয়া হলে বুয়েট কাজের পরিধি উল্লেখ করতঃ ৪.৬৫ লক্ষ টাকা ব্যয় সম্বলিত প্রস্তাব দাখিল করে, যা যোগাযোগ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়। অন্য আইটেমের কাজসমূহ পরবর্তীতে প্রয়োজন না হওয়ায় বুয়েট যে আইটেমের বিপরীতে কাজ সম্পন্ন করেছে শুধু তার পরামর্শ ফি বাবদ ১.৬০ লক্ষ টাকার বিল দাখিল করেছে।

সভায় এ বিষয়ে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

#### সিদ্ধান্ত :

যমুনা সেতু পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে ২য় ওএন্ডএম অপারেটর নিয়োগের নিমিত্তে বুয়েট কর্তৃক প্রস্তুতকৃত টেন্ডার ডকুমেন্ট কাজের পরামর্শ ফি বাবদ দাখিলকৃত ১.৬০ (এক লক্ষ ষাট হাজার) লক্ষ টাকার বিল সভায় অনুমোদিত হয়।

আলোচ্যসূচী-৭ : বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাধ (কন্ট্রাকট-৭) এলাকা, পুনর্বাসন এলাকা ও ভূয়াপুর-চৱগাবসারা সড়ক পার্শ্বস্থ মোট ৫৪.৮৫ হেক্টর আয়তনের বরোপিট ও পুকুর নির্ধারিত বার্ষিক হারে দু'টি এন.জি.ও-কে ৭(সাত) বছরের জন্য ইজারা প্রদান প্রসঙ্গে।

#### আলোচনা :

যমুনা সেতুর বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাধ (কন্ট্রাকট-৭) এলাকা, পুনর্বাসন এলাকা ও ভূয়াপুর-চৱগাবসারা সড়ক পার্শ্বস্থ মোট ৫৪.৮৫ হেক্টর আয়তনের বরোপিট ও পুকুর নির্ধারিত বার্ষিক হারে দু'টি এন.জি.ও-কে ৭(সাত) বছরের জন্য ইজারা এনজিও-কে ৭ বছরের জন্য লীজ প্রদান করা হয় এবং ১৩/৫/২০০১ তারিখে তাদের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। পরবর্তীতে ২১/৫/২০০২ তারিখে অনুষ্ঠিত সেতু কর্তৃপক্ষের ৭৫তম বোর্ড সভায় ইতিপূর্বে সম্পাদিত চুক্তির শর্ত সংশোধনক্রমে ৭ বছরের পরিবর্তে ৩ বছরের জন্য ইজারা প্রদান এবং মেয়াদান্তে দরপত্রের মাধ্যমে নতুনভাবে ইজারা এবং প্রয়োজনে নতুন নীতিমালা প্রণয়নের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ইজারার মেয়াদ ৭ বছরের পরিবর্তে ৩ বছর করার জন্য চুক্তি সংশোধন করার লক্ষ্যে এনজিও সোবাস এবং বিডিপি বাংলাদেশ বরাবর পত্র মারফত অনুরোধ করা সত্ত্বেও প্রতিষ্ঠান দু'টি সাড়া দেয়নি। অপরপক্ষে গত ১২/৫/২০০৪ তারিখে চুক্তির ৩ বছর মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে এবং প্রতিষ্ঠান দু'টি চতুর্থ বছরের ইজারা মূল্য জমা দিয়েছে। এমতাবস্থায় চুক্তি নবায়ন/নতুন দরপত্র আহবানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদানের জন্য বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করা হয়।

আলোচনাত্তে এ বিষয়ে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

সিদ্ধান্ত :

যমুনা সেতুর বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাধ (চুক্তি নং-৭) এলাকা, পুনর্বাসন এলাকা ও ভূয়াপুর-চরগাবসারা সড়ক পার্শ্বস্থ মোট ৫৪.৮৫ হেক্টর আয়তনের বরোপিট ও পুকুর আগামী ৩(তিনি) মাস সময়ের মধ্যে নতুন দরপত্র আহবানের মাধ্যমে ইজারা প্রদান সম্পর্করণ এবং নতুন প্রতিষ্ঠান নিয়োগ না দেয়া পর্যন্ত বর্তমান এনজিও দু'টির (সোবাস ও বিডিপি-বাংলাদেশ) চুক্তির মেয়াদ বিদ্যমান শর্তে বর্ধিতকরণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আলোচ্যসূচী-৮ : আগস্ট ২০০১ থেকে অক্টোবর ২০০২ পর্যন্ত যবসেক-এর নির্বাহী পরিচালক ও পরিচালকবৃন্দের মোবাইল ফোন ব্যবহারসহ বকেয়া বিল পরিশোধের ভূতাপেক্ষ অনুমোদন প্রসঙ্গে।

আলোচনা :

বর্ণিত সময়ে যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক এবং পরিচালকগণের জন্য মোবাইল ফোন ব্যবহারের বিষ্টারিত তথ্য উল্লেখ করা হয় যে, সেতু কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয় বর্তমান বনানীস্থ সেতু ভবনে স্থানান্তরের পর তদানিষ্ঠন নির্বাহী পরিচালকের দপ্তরে একটি এবং ফ্যাক্স লাইনে ব্যবহারের জন্য একটি টিএন্ডটি ল্যান্ড ফোন পাওয়া যায়। টেলিফোন স্বল্পতার কারণে অফিস পরিচালনার স্বার্থে টিএন্ডটি ফোন না পাওয়া পর্যন্ত গত ৩১/০৭/২০০১ তারিখে তৎকালীন যমুনা সেতু বিভাগের সচিবের অনুমোদনক্রমে মোট ১৭টি মোবাইল ফোন ক্রয় করা হয় এবং 'আগস্ট' ২০০১ হতে 'নভেম্বর' ২০০২ পর্যন্ত মোবাইল ফোনের বিল বাবদ ৬,৬৫,২৪৮.৩৮ (ছয় লক্ষ পয়ষ্ঠটি হাজার দুইশত আটচালিশ টাকা আটত্রিশ পয়সা) টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। টিএন্ডটি টেলিফোন সংযোজিত হওয়ার পর ২০ নভেম্বর, ২০০২ হতে মোবাইল ফোনের ব্যয় অফিস কর্তৃক পরিশোধ না করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তবে পরবর্তীতে প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়ায় নির্বাহী পরিচালক, ৪জন পরিচালক এবং অতিরিক্ত পরিচালক (কারিগরী) এর মোবাইল ফোনের ব্যবহার ৩১/০৭/২০০৩ তারিখ পর্যন্ত অব্যাহত রাখা হয় এবং 'ডিসেম্বর' ২০০২ হতে ২০/০৬/০৩ পর্যন্ত উক্ত মোবাইল ফোনের ব্যবহার বাবদ ৫৪,৭৭৯.৭৮ (চুয়ান্ন হাজার সাতশত উনআশি টাকা আটান্তর পয়সা) টাকা পরিশোধ করা হয়। তাছাড়া তৎকালীন মাননীয় যোগাযোগ উপনন্দী এবং তাঁর একান্ত সচিবের মোবাইল ফোন ব্যবহার বাবদ ২১/১২/০২ হতে ২১/০৬/০৩ পর্যন্ত ৯৮,৪৩৭.৭৮ (আটান্নবই হাজার চারশত সাইত্রিশ টাকা আটান্তর পয়সা) টাকা পরিশোধ করা হয়। মোবাইল ফোনের ব্যবহার বাবদ ব্যয়িত উল্লেখিত অর্থ ভূতাপেক্ষ অনুমোদনের বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করলে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

সিদ্ধান্ত :

আগস্ট ২০০১ থেকে অক্টোবর ২০০২ পর্যন্ত যবসেক-এর নির্বাহী পরিচালক ও পরিচালকবৃন্দের মোবাইল ফোন ব্যবহারসহ অন্যান্য সময়ের বকেয়া বিল বাবদ ব্যয়িত অর্থের উপর কোনরূপ অডিট মন্তব্য থাকলে তা উল্লেখপূর্বক বিষয়টি পরবর্তী বোর্ড সভায় উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আলোচ্যসূচী-৯ : যমুনা সেতুর দু'প্রান্তের সংযোগ সড়কের রক্ষণাবেক্ষণ/মেরামত, Routine Maintenance এবং সার্কেনিক মনিটরিং-এর লক্ষ্যে Route Patrolling কাজে ঠিকাদার নিয়োগের বিষয়টি সভায় উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আলোচনা :

যমুনা সেতুর দু'প্রান্তের সংযোগ সড়কের রক্ষণাবেক্ষণ/মেরামত, Routine Maintenance এবং সার্কেনিক মনিটরিং এর লক্ষ্যে Route Patrolling কাজে ঠিকাদার নিয়োগের বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করে উল্লেখ করা হয় যে, সেতু কর্তৃপক্ষের ৭৫তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সেতুর দু'প্রান্তের সংযোগ সড়কের রক্ষণাবেক্ষণ এবং Route Patrolling এর কাজটি বর্তমান ওএন্ডএম অপারেটরের অধীনে রাখা হয়নি। এ প্রসঙ্গে জানান হয় যে, প্রায় ৩২ কি.মি. সংযোগ সড়কের Routine Maintenance বাবদ বছরে ১.২০ কোটি টাকা এবং Route Patrolling কাজে বছরে ১.৫০ কোটি টাকাসহ ৫(পাঁচ) বছরের জন্য মোট ব্যয় প্রাক্তলে করা হয়েছে প্রায় ১৩.৫০ কোটি টাকা। সংযোগ সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত কাজে ভিন্ন ঠিকাদার নিয়োগ দিলে বর্তমান ওএন্ডএম অপারেটরের সাথে সমস্যার উন্নত হতে পারে বলে সভাপতি মত ব্যক্ত করেন। Public Procurement Regulations' 2003 এর আলোকে বর্ণিত কাজ বর্তমানে নিয়োজিত ওএন্ডএম অপারেটরের কার্যপরিধিতে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে সভার অন্যান্য সদস্য মত প্রকাশ করেন।



আলোচনাত্তে এ বিষয়ে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

সিদ্ধান্ত :

- (ক) সংযোগ সড়ক মেরামত, রক্ষণাবেক্ষন এবং রুট পেট্রোলিয় কাজে PPR-এর 18(1)(d) রেগুলেশন অনুসারে ২য় O&M অপারেটর নিয়োগ করার বিষয়ে যবসেক পরবর্তী বোর্ড সভায় কার্যপত্র পেশ করবে।
- (খ) ঠিকাদার নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত উভয় পার্শ্বের সংযোগ সড়কের রক্ষণাবেক্ষণ এবং Route Patrolling কাজ যমুনা সেতু কর্তৃপক্ষের নিজস্ব ব্যবস্থাধীনে ও তহবিল দ্বারা পরিচালনা করতে হবে।

আলোচ্যসূচী- ১০ : সড়ক ও জনপথ (সওজ) অধিদপ্তর কর্তৃক মুক্তারপুর সেতু প্রবেশ সড়ক (মুক্তারপুর-চাষাড়া সেতু সংযোগ সড়ক) নির্মাণ প্রসঙ্গে।

ধলেশ্বরী নদীর উপর ৬ষ্ঠ চীন-বাংলাদেশ মৈত্রী সেতুর (মুক্তারপুর সেতু) ভূমি অধিগ্রহণ, চূড়ান্ত নস্তা প্রণয়ন এবং বৈদ্যুতিক, গ্যাস, ও টেলিফোন লাইন ইত্যাদির কাজ চলছে। আগামী ডিসেম্বর মাসে সেতুর নির্মাণ কাজ শুরু হওয়ার পরিকল্পনা থাকায় সেতু নির্মাণের পাশাপাশি ঐ এলাকায় রাস্তা উন্নয়নের বিষয়টির গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় ঢাকা হতে মুসীগঞ্জ পর্যন্ত অপ্রশংস্ত রাস্তাটি প্রশংস্ত করতে প্রচুর ঘরবাড়ী এবং স্থাপনা ভাংচুর করতে হবে। অপরপক্ষে নারায়ণগঞ্জের চাষাড়া হতে মুসীগঞ্জের মুক্তারপুর পর্যন্ত একটি বিকল্প রাস্তা নির্মাণ করা হলে ঢাকার সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজতর হবে। রাস্তাটি নির্মাণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য যোগাযোগ মন্ত্রণালয় ইতিমধ্যে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরকে নির্দেশ দিয়েছে। এ রাস্তাটির দৈর্ঘ্য হবে প্রায় ৬.৫০ কিঃ মিঃ। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক মুক্তারপুর সেতুর প্রবেশ সড়ক (নারায়ণগঞ্জের চাষাড়া হতে মুসীগঞ্জের মুক্তারপুর পর্যন্ত) নির্মাণ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাবলী সভায় উপস্থিত সদস্যগণ অবহিত হন।

আলোচ্যসূচী-১১ : যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ (যবসেক) ও যমুনা রিসোর্ট লি: (জেআরএল) এর মধ্যে উদ্ভৃত সমস্যা সংক্রান্ত।

আলোচনা :

যমুনা বহুমুখী সেতু এলাকায় পর্যটন কেন্দ্র উন্নয়নে যাবতীয় বিষয়াদিসহ হালনাগাত তথ্যাবলী সভায় পেশ করা হয়। যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ ও যমুনা রিসোর্ট লি: এর সাথে সম্পাদিত চুক্তি মোতাবেক, কাজের অংগতি পর্যালোচনা, যমুনা রিসোর্ট লি: এর নিকট যবসেক-এর পাওনা দাবি নির্ধারণ এবং আদায়ের পছ্ন্য নিরূপণ প্রভৃতি বিষয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার লক্ষ্যে যোগাযোগ মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি গত ০৬.১১.২০০৩ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব আতাউর রহমান খানকে আহ্বায়ক করে ৩(তিনি) সদস্যের সাব-কমিটি গঠন করে। সাব-কমিটির ২১.০১.২০০৪ তারিখের সভার নির্দেশনার আলোকে যমুনা রিসোর্ট লি: এর সাথে সম্পাদিত চুক্তির বাস্তবায়ন কাজের অংগতি, যমুনা রিসোর্ট লি: এর নিকট যবসেক-এর পাওনা নির্ধারণ ও আদায়ের পছ্ন্য নিরূপণ এবং চুক্তি বাস্তবায়নে সমস্যাদি চিহ্নিতকরণের জন্য যবসেক-এর পরিচালক (কারিগরী)-এর নেতৃত্বে ৫-সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়। সংসদীয় সাব-কমিটির গত ২৪.০৪.২০০৪ তারিখের সভার সিদ্ধান্তের আলোকে সরকারী পাওনা পরিশোধে ব্যর্থতার জন্য যবসেক কর্তৃক ০৫.০৫.২০০৪ তারিখে যমুনা রিসোর্ট লি: বরাবর একটি নোটিশ প্রেরণ করা হয়েছে এবং বিস্তারিত বিষয়গুলো সংসদীয় সাব-কমিটিকে অবহিত করা হয়েছে। অতঃপর সংসদীয় সাব-কমিটি-১ জেআরএল-এর সাথে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের জন্য নির্দেশ দিয়েছে। এ নির্দেশের প্রেক্ষিতে জেআরএল-এর সাথে বিষয়সমূহ নিষ্পত্তির জন্য পরিচালক (প্রশাসন) যবসেক এর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। অদ্যাবধি যবসেক এবং জেআরএল-এর মধ্যে ৩টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় জেআরএলকে তাদের অভিমতসহ অধীমাংসিত বিষয়সমূহের সমাধান এবং পর্যটন প্রকল্প উন্নয়নের লক্ষ্যে গ্রহণযোগ্য একটি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাৱ যবসেক বরাবর দাখিল করতে বলা হয়। জেআরএল সর্বশেষ গত ০৩/০৭/২০০৪ তারিখের এক পত্রে জানিয়েছে যে, তাদের দাখিলকৃত উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুমোদন করা হলে বকেয়া ভাড়া বাবদ এককালীন ৫০,০০০০০/- (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা এবং চূড়ান্তভাবে যবসেক কর্তৃক প্রদত্ত ভূমির পরিমাণ ও ভাড়া নির্ধারণ না হওয়া পর্যন্ত প্রতিমাসে ৫,০০০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা করে ভাড়া পরিশোধ করবে। এ পর্যন্ত জেআরএল যবসেক-কে ভাড়া বাবদ ৮২,১৯,৫৯৫/- (বিরাশি লক্ষ উনিশ হাজার পাঁচশত পচানবই) টাকা পরিশোধ করেছে। উল্লেখ্য যে, যবসেক এর হিসাব মতে জেআরএল এর নিকট বকেয়া ভাড়া বাবদ প্রায় ৫,০০,০০০০/- (পাঁচ কোটি) টাকা পাওনা হয়েছে এবং প্রতিমাসে যবসেক এর প্রাপ্য ভাড়া ১১,০০০০০/- (এগার লক্ষ) টাকার বেশী। সেক্ষেত্রে এককালীন ৫০,০০০০০/-

(পঞ্চাশ লক্ষ) এবং মাসিক ৫,০০০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা প্রদানের প্রস্তাব যবসেক এর নিকট গ্রহণযোগ্য হয়নি। যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সচিব যমুনা সেতু এলাকায় সৌন্দর্য বৃক্ষি এবং জেআরএল এর উদ্ভৃত সমস্যা নিষ্পত্তির জন্য সময় নির্দিষ্ট করে দেয়ার বিষয়ে মত প্রকাশ করেন।

এ বিষয়ে আলোচনার পর নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

#### সিদ্ধান্ত ৪

- (ক) ইতিপূর্বে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী যমুনা সেতু এলাকায় পর্যটন কেন্দ্র উন্নয়নের লক্ষ্যে যমুনা রিসোর্ট লিঃ এর সাথে উদ্ভৃত সমস্যাগুলো আগামী ৬(ছয়) সপ্তাহের মধ্যে নিষ্পত্তির লক্ষ্যে যবসেক কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতঃ পরবর্তী বোর্ড সভায় বিষয়টি উপস্থাপন করতে হবে।
- (খ) যমুনা রিসোর্ট লিঃ এর নিকট হতে পাওনা টাকা আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বিষয়টি নিষ্পত্তিতে ব্যর্থ হলে যবসেক কর্তৃক উক্ত কোম্পানীর সাথে সম্পাদিত চুক্তি বাতিলের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- (গ) যমুনা রিসোর্ট লিঃ এর সাথে সম্পাদিত চুক্তি কার্যকর করতে ব্যর্থ হলে পর্যটন কেন্দ্র উন্নয়নের জন্য নতুনভাবে দরপত্র আহবানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

আলোচ্যসূচী- ১২ : যমুনা সেতুর প্রাক্তন ও এন্ড এম অপারেটর জোমাক কর্তৃক যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের মালিকানাধীন যমুনা সেতু রক্ষণাবেক্ষণে ব্যবহৃত Essential Equipments হস্তান্তর না করা এবং নবনির্যুক্ত ও এন্ড এম অপারেটর Marga Net One Ltd এর দখল হতে অননুমোদিতভাবে ২টি Equipments স্থানান্তর প্রসঙ্গে।

#### আলোচনা :

যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের মালিকানাধীন যাবতীয় হস্তান্তরযোগ্য স্থাবর, অস্থাবর সম্পত্তি নতুন ওএন্ডএম অপারেটর Marga Net One Ltd. কে হস্তান্তরের জন্য ৩/৩/২০০৮ তারিখে প্রাক্তন ওএন্ডএম অপারেটর JOMAC কে পত্র দেয়া হয় এবং যবসেক-এর প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে JOMAC ও Marga Net One Ltd. এর মধ্যে কর্তৃপক্ষের যাবতীয় সম্পত্তি হস্তান্তর প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। যবসেক' এর হস্তান্তরযোগ্য স্থাবর, অস্থাবর সম্পত্তি নতুন অপারেটর Marga Net One Ltd কে হস্তান্তরের সময় JOMAC পাঁচটি আইটেম যেমন Weigh Bridge, Asset Management System, Absailing Equipment, Computers, Man-Hoist এর বিপরীতে যাবতীয় পাওনাদি সম্পন্ন না হওয়ার অজুহাত দেখিয়ে নতুন অপারেটরের নিকট সেগুলো হস্তান্তর করেনি। হস্তান্তরের বিষয়ে JOMAC কে যুক্তি প্রদর্শন ও অনুরোধ জানানো সত্ত্বেও তারা কোন ক্রমেই হস্তান্তর করতে সম্মত হয়নি। উল্লেখিত মালামালসমূহ Marga Net One Ltd এর হেফাজতে যমুনা সেতু প্রকল্প এলাকার ওয়ার্কশপে রাখ্বিত ছিল। তবে কয়েকদিন পর JOMAC Man-Hoistটি যমুনা সেতু এলাকার আবাসিক এলাকায় নিয়ে আসে। উল্লেখ্য যে, স্বাক্ষরিত নতুন ওএন্ডএম চুক্তি অনুযায়ী আবাসিক এলাকার নিরাপত্তা বিধান ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ১লা এপ্রিল, ২০০৮ হতে Marga Net One Ltd. এর উপর বর্তীয়। অতঃপর জরুরী কাজের স্বার্থে Man-Hoist-টি নতুন অপারেটরের নিকট হস্তান্তরের জন্য গত ১২-০৪-২০০৮ তারিখে যবসেক হতে JOMAC কে পত্র দেয়া হয়। JOMAC উক্ত Man-Hoistটি হস্তান্তর না করায় পুনরায় ২৫/০৪/২০০৮ তারিখে যবসেক JOMAC কে নতুন অপারেটরের নিকট তা যথাসময়ে হস্তান্তরের জন্য তাগিদ পত্র দেওয়া হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও JOMAC যন্ত্রপাতিগুলো হস্তান্তর করেনি। JOMAC দীর্ঘ পাঁচ বছর নয় মাস যমুনা সেতুর পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও টোল আদায়ের কাজ সম্পন্ন করেছে বিধায় মালামাল হস্তান্তর বিষয়ে এ ধরনের একটি বিদেশী সংস্কার বিরুদ্ধে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্কার সাহায্যে ব্যবস্থা গ্রহণ অথবা আইনের লড়াইয়ে না যেয়ে সমরোতার মাধ্যমে সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া হয়। পরবর্তীতে যবসেক' এর প্রধান প্রকৌশলীকে আহবায়ক করে ইতিপূর্বে চার সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয় এবং ১৭-০৬-২০০৮ তারিখে যবসেক ও JOMAC এর অনুষ্ঠিত সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে, "Payments may be made on the agreed items provided JOMAC hand over all the equipments to the new operator. JMBA may also inform JOMAC that it is ready to pay for the agreed items immediately after they hand over all the equipment and payment of the rest/disputed items would be made after the dispute is resolved through arbitration." উক্ত সভার কার্যবিবরণীর কপি গত ০৩/০৭/২০০৮ তারিখে প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি JOMAC হতে কোন মতামত/মন্তব্য পাওয়া যায়নি। অপরপক্ষে গত ১১/০৭/২০০৮ তারিখের পত্রে নতুন অপারেটর Marga Net One Ltd জানায় যে, JOMAC চলতি বছরের এপ্রিল মাসের ২য় সপ্তাহের কোন এক সময়ে যমুনা সেতু এলাকা থেকে Absailing Apparatus ও Man-Hoistটি যবসেক এলাকা থেকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়েছে। কিন্তু

প্রকল্প এলাকা থেকে অন্যত্র কোথায় সরিয়ে নেয়া হয়েছে তা উক্ত পত্রে উল্লেখ নেই। তবে উল্লেখিত মেশিন/মালামালগুলো সেতু এলাকায় নতুন অপারেটর Marga Net One Ltd-এর দখলে নিরাপত্তা বেটনীর মধ্যে ছিল। যবসেক' এর পক্ষ হতে JOMAC-কে অবিলম্বে উক্ত মেশিন/মালামাল অত্র কর্তৃপক্ষে হস্তান্তর করার জন্য ১৫/০৭/২০০৮ তারিখে পুনরায় পত্র দেয়া হয়েছে এবং JOMAC নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যদ্বিপাতি ফেরৎ দিতে ব্যর্থ হলে JOMAC এর বিরক্তে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর সহায়তা গ্রহণ করে অন্তিবিলম্বে মেশিন/মালামাল উদ্ধার এবং আইনগত ব্যবস্থা নেয়ার বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করার সুপারিশ করে সদয় অনুমোদনের জন্য গত ১৪/০৭/২০০৮ এবং আইনগত ব্যবস্থা নেয়ার বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করার সুপারিশ করে সদয় অনুমোদনের জন্য গত ১৫/০৭/২০০৮ তারিখের পত্রের নির্দেশের প্রক্রিতে বিষয়টি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে মতামতসহ একটি প্রতিবেদন দাখিলের ১৫/০৭/২০০৮ তারিখে যবসেক' এর পরিচালক(প্রশাসন)-কে আহবায়ক করে তিনি সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির সুপারিশ/মতামত পাওয়ার পর এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

আলোচনাত্ত্বে এ বিষয়ে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

সিদ্ধান্ত :

যমুনা সেতুর প্রাক্তন O&M Operator, JOMAC Ltd. কর্তৃক দুটি যদ্বিপাতি যথা : Absailing Equipment এবং Man-Hoist যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত যবসেক' এর মালিকানাধীন সংরক্ষিত এলাকা হতে অন্যত্র সরিয়ে নেয়ার বিষয়টি তদন্ত করতঃ দায়ী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের বিরক্তে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

পরিশেষে মাননীয় সভাপতি উপস্থিত সকল সদস্য ও কর্মকর্তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

( ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা )

মন্ত্রী, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়

ও

চেয়ারম্যান

যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ।

মানব - বৃ

২১ জুলাই, ২০০৪ তারিখে অনুষ্ঠিত যমুনা বঙ্গুখী সেতু কর্তৃপক্ষের  
৮৩তম বোর্ড সভায় উপস্থিত সদস্য ও কর্মকর্তাবৃন্দের নাম।

ক্রমিক নং	নাম ও পদবী	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা	ফোন/ মোবাইল	স্বাক্ষর
১	মেটা ফ্লাইট সেভিং সল্লি	(২০২০২০২০ ২৫০৮০৮)		
২	বিডিউ বাইচ, অটো আর্টিচ	অর্জিনিটিউ মার্কিন কোম্পানি ৮১১১৯৭১		২০১৯/০৮
৩	গোলি বোমাকান চার্চ (পুরো) মুস্ম-গুরুত্ব (পুরো)	গোলি বোমাকান ১০০০০০ ৩ ১:১০: একাশান্ত	৭১৬৮৮৯৭	২০১৯/০৮
৪	বার্মিম টেকনো সুলু মুস্ম-গুরুত্ব (পুরো)	বার্মিম টেকনো	৭১৪২৮৭০	২০১৯/০৮
৫	বার্মিম টেকনো	২০৮৮৮	৯৮৮৯৯৩০	৭০৩
৬	বার্মিম টেকনো	২০৮৮৮	৯৮৬২০১৪	২০১৯/০৮
৭	বার্মিম টেকনো	২০৮৮৮	৯৮৯৫২৯৪	৭০৩
৮	বার্মিম টেকনো	২০৮৮৮		২০১৯/০৮
৯	বার্মিম টেকনো	২০৮৮৮	৯৮৬৮৯২০	৭০৩
১০	বার্মিম টেকনো	২০৮৮৮	৯৮৯৫২৯৪	৭০৩
১১	বার্মিম টেকনো	২০৮৮৮		২০১৯/০৮
১২	বার্মিম টেকনো	২০৮৮৮	৯৮৬৮৯২০	৭০৩
১৩	বার্মিম টেকনো	২	৯৮৬২১৭০	২০১৯/০৮
১৪	বার্মিম টেকনো			২০১৯/০৮
১৫	বার্মিম টেকনো			
১৬	বার্মিম টেকনো			
১৭	বার্মিম টেকনো			
১৮	বার্মিম টেকনো			
১৯	বার্মিম টেকনো			
২০	বার্মিম টেকনো			
২১	বার্মিম টেকনো			

২১ জুলাই, ২০০৪ তারিখে অনুষ্ঠিত যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের  
৮৩তম বোর্ড সভায় উপস্থিত সদস্য ও কর্মকর্তাবৃন্দের নাম।

ক্রমিক নং	নাম ও পদবী	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা	ফোন/ মোবাইল	স্বাক্ষর
১.	জেনেরেল প্রিন্সিপেল বিল্ডিং কনসুলটেন্টস লিমিটেড	প্রধানমন্ত্ৰী কোণ্ট্ৰোল এণ্ড প্ৰোগ্ৰাম		৩১/৭/০৪
২	এইচএসআর পি. পি. আর.এস কোণ্ট্ৰোল এণ্ড প্ৰোগ্ৰাম	প্রধানমন্ত্ৰী/পি. পি. আর.এস কোণ্ট্ৰোল এণ্ড প্ৰোগ্ৰাম	৭১২৫৫৪৫ ৭১২৫৫৪৬	৩১/৭/০৪
৩	কেন্দ্ৰীয় কৃষি মন্ত্ৰী অসম কৃষি মন্ত্ৰী	কেন্দ্ৰীয় কৃষি মন্ত্ৰী ৭১২৫৫৬		৩১/৭/০৪
৪	প্ৰিমেন্ট প্ৰিমেন্ট লে: অসম-প্ৰিমেন্ট কোণ্ট্ৰোল এণ্ড প্ৰোগ্ৰাম	প্ৰিমেন্ট লে: অসম-প্ৰিমেন্ট	৭১২৫০০১/ ২২৮০	৩১/৭/০৪
৫	মো: কুমিল হোস্ট বুল্বুল মার্কেট	পশ্চাৎ কল্যাণ মন্ত্ৰী ৭১২৫৮৬১০		কুমিল ৩১/৭/০৪
৬	অক্ষয় কুমাৰ মুখ-প্ৰিমেন্ট	অক্ষয় কুমাৰ মন্ত্ৰী ৭১২৫৭০৭ প্ৰিমেন্ট কোণ্ট্ৰোল		অক্ষয় কুমাৰ ৩১/৭/০৪
৭	মো: অপোইন্টমেন্ট প্ৰিমেন্ট মুখ-প্ৰিমেন্ট	অপোইন্টমেন্ট প্ৰিমেন্ট ৭১২৬৬৬১৬		অপোইন্টমেন্ট ৩১/৭/০৪
৮.	মো: কুমিল কুমাৰ কুমিল মার্কেট	কুমিল মার্কেট ৭১২৫৫৫৫		কুমিল ৩১/৭/০৪
৯.	মো: কুমিল কুমাৰ কুমিল মার্কেট	কুমিল মার্কেট ৭১২৫৫৫৫		কুমিল ৩১/৭/০৪
১০.	মো: কুমিল কুমাৰ কুমিল মার্কেট	কুমিল মার্কেট ৭১২৫৫৫৫		কুমিল ৩১/৭/০৪
১১.	শাম আলি	MOC	৮৩/৯৮	শাম
১২।	Sham Ali	MOC PRO	৭১৬৩৪৮৩	শাম
১৩.	মো: কুমিল কুমাৰ মো: কুমিল মার্কেট	কুমিল মার্কেট	৯৮৬১৭৫৪	৩১/৭/০৪